দৈনিক খবর

তারিখ 13 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

## আওয়ামী লীগের নয়া কর্মসূচী

# শিক্ষক বাঁচাও, শিক্ষাঙ্গন রক্ষা কর

● শাহীন-উল-ইসলাম চৌধুরী ●

দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সহিংসতা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের রক্ষার্থে আওয়ামী লীগ অচিরেই 'ছাত্র-শিক্ষক বাঁচাও, শিক্ষাঙ্গন রক্ষা কর' আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করছে। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের আগামী সভায় এ ইস্যুটি উত্থাপিত হতে পারে। দলের নীতি নির্ধারক মহল সূত্র জানায়, সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার হরণকারী কালো আইন সন্ত্রাস দমনের নামে দেশব্যাপী ছাত্রলীগসহ স্বাধীনতার সপক্ষের ছাত্র সংগঠনকে কোণঠাসা করা হচ্ছে, নির্যাতন, গ্রেফতার ও হুলিয়া জারি হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে যথেচ্ছভাবে [illegible]লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের [illegible]র কারাবন্দী করা হচ্ছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর ছাত্রদলের বর্বরোচিত হামলা এবং পরবর্তীতে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলার পরও মন্ত্রীর আশ্রয়ে সন্ত্রাসীদের লালন ও পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার সপক্ষের ছাত্র-শিক্ষকদের উপর সরকারী ছত্রছায়ায় জামায়াত-শিবিরপন্থীরা জিম্মি করে রাখা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের নারকীয় তৎপরতা, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা, ওসমানী মেডিকেল কলেজ, বিএল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুমকির মুখে। এ অবস্থায় মুক্তিকামী মানুষের সংগঠন আওয়ামী লীগ চুপ করে বসে থাকতে পারেন।

আওয়ামী লীগের একটি সূত্র জানায় ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের বাঁচা-মরার অস্তিত্বের প্রশ্নটি আওয়ামী লীগ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও যৌক্তিক দাবীসমূহ চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থেকেও তার সমাধানের জন্যে কার্যতঃ আন্দোলন গড়ে তুলবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়, প্রস্তাবনা গ্রহণ, জনসংযোগ ও সমাবেশ করা হবে। সূত্র আভাস দিয়েছে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী পালিত কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও সফল কর্মসূচীর পর আওয়ামী লীগ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সাথে আগামীতে সন্ত্রাসমুক্ত সার্বজনীন শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিতের এ কর্মসূচীতে আন্দোলনে যাবে। দলের নির্বাহী পরিষদে

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

# শিক্ষক বাঁচাও, শিক্ষাঙ্গন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইস্যুটি পাস ও আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ হলে অচিরেই কর্মসূচী ঘোষণা করা হতে পারে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ, সংসদে উত্থাপিত ৪ দফা চুক্তি বাস্তবায়ন, বিচার বাস্তবায়ন, বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণ বিল পাস, দুর্নীতিবাজ সন্ত্রাসীদের অপসারণ, সন্ত্রাস দমন আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল, কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান, শ্রমিক ও পেশাজীবীদের সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ বাস্তবায়নই হবে আন্দোলন কর্মসূচীর ভিত্তি।

এদিকে ছাত্রলীগ (ম-ই) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের এক জরুরী সভায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সহিংস তৎপরতার অভিযোগ আনা হয় এবং সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, ছাত্রদের ১০ দফা বাস্তবায়ন, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং সন্ত্রাস দমন আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল, দুর্নীতিবাজ সরকারের অপসারণের দাবীতে আগামী শীত মৌসুমের মধ্যে এক জঙ্গী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কর্মসূচীর সাথে সংগতি রেখে এবং সমমনা ছাত্র সংগঠনসমূহের সাথে ব্যাপক আলোচনা ও মত বিনিময় শেষে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ হতে পারে। ছাত্রলীগের সভায় বলা হয়, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ঘোষিত সার্বজনীন ছাত্র সমাজের ১০ দফা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। গণমুখী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষানীতি চালু হয়নি। বই, খাতাসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাস, বেতন ও বিভিন্ন ফি কমানো, জাতীয় আয়ের ৮ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ও সন্ত্রাস দমন আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিতকরণ, কালো তালিকাভুক্ত খেলাপী ঋণ গ্রহিতাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান, পাঠ্য পুস্তকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস সুনিশ্চিতের দাবী এখনো তিরোহিত। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবর্তে অস্ত্রবাজির মাধ্যমে দলের সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় সহিংস তৎপরতা চলছে। যে কোন প্রকারে বিজয়ের উন্মত্ততায় বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোকে জিম্মি করে রাখা হচ্ছে। এ নাজুক অবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলো ও শিক্ষক ফেডারেশন ইতিমধ্যে প্রতিবাদী কর্মসূচী নিয়ে রাজপথে নেমেছে। ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা দু'দিন চলার পর মুলতবী রয়েছে।